[২০২১] ৪ এস. সি. আর. ২০৩

শিতল ফাইবারস লিমিটেড

বনাম

ভারতীয় অ্যাক্রিলিক্স লিমিটেড

(২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১১০৫)

৬ই এপ্রিল, ২০২১

[আর. এফ. নারিমান, বি. আর. গাভাই এবং হৃষিকেশ রয়, বিচারপতিগণ]

কোম্পানিসমূহ (আইন), ১৯৫৬: ধারা ৪৩৩, ৪৩৪ – কোন পরিস্থিতিতে আদালতের মাধ্যমে কোম্পানি লিকুইডেশন করা যেতে পারে – প্রকৃত ঘটনার ভিত্তিতে, দায় স্বীকার করা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় অভিযুক্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে দায় দাখিল করে কোম্পানি লিকুইডেশনের আবেদন করা হয় – তবে কোম্পানি ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্তকে উত্তরদাতার সঙ্গে হিসাব নিষ্পত্তির আরেকটি সুযোগ দেয় এবং ব্যর্থ হলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেয় – আপিলে, হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে স্থগিতাদেশ দেয় যে, অভিযুক্ত কোম্পানিকে উত্তরদাতাকে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে হবে এবং অভিযুক্ত সেই অর্থ পরিশোধ করে, যেহেতু আর কোনো প্রকৃত বিরোধ ছিল না, হাইকোর্ট আপিল খারিজ করে দেয়, তবে বলে দেয় যে সুদের দাবির বিষয়টি কোম্পানি বিচারকের নিকট উত্থাপন করা যেতে পারে – আপিলে রায়: কোম্পানি আদালত লিকুইডেশন প্রক্রিয়ায় ঋণ পরিশোধ করতে পারে না – যদি ঋণটি প্রকৃতপক্ষে বিতর্কিত হয় এবং ডিফেন্সটি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আদালত কোম্পানিকে লিকুইডেট করবে না – যেখানে ঋণটি বিতর্কহীন, সেখানে আদালত এই প্রতিরক্ষা গ্রহণ করবে না যে কোম্পানির সেই ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য আছে, কিন্তু কোম্পানি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ করছে না – এছাড়াও, আদালত যে নীতিতে কাজ করে তা হলো কোম্পানির ডিফেন্সটি যেন সৎ নিয়তে, প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সাফল্যের সম্ভাবনাসম্পন্ন, এবং ডিফেন্সের ভিত্তি যেসব বাস্তব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, সেগুলোর প্রাথমিক প্রমাণ কোম্পানি উপস্থাপন করে – এবং এসবই নির্ভর করে কেসের প্রকৃত ঘটনার ওপর – বর্তমান মামলায়, কোম্পানি বিচারক ও হাইকোর্ট উভয়েই মনে করেছে যে অভিযুক্ত কোম্পানির ডিফেন্স সৎনিয়তপূর্ণ, প্রকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল না – হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখা হয়।

আপিল নিস্পত্তি করে , আদালত

আদেশঃ ১.১ যদি ঋণটি প্রকৃতপক্ষে সৎনিয়তপূর্ণভাবে বিতর্কিত হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনটি গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে আদালত কোম্পানিকে লিকুইডেট করবে না।

এটিও সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, যে যেখানে ঋণটি বিতর্কহীন, সেখানে আদালত এমন আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যে, কোম্পানির সেই ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা আছে, কিন্তু কোম্পানি ইচ্ছাকৃতভাবে সেই নির্দিষ্ট ঋণটি পরিশোধ করছে না। এটিও সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, যে আদালত যেসব নীতির ভিত্তিতে কাজ করে তা হলো: প্রথমত, কোম্পানির আত্মপক্ষ সমর্থনটি সৎনিয়তপূর্ণ এবং বাস্তবভিত্তিক হতে হবে; দ্বিতীয়ত, আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই আত্মপক্ষ সমর্থনের সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে; এবং তৃতীয়ত, যে বাস্তব তথ্যের ওপর আত্মপক্ষ সমর্থন নির্ভর করে, কোম্পানিকে তার প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। কোম্পানির আত্মপক্ষ সমর্থনটি সৎনিয়তপূর্ণ কি না, তা বাস্তবসম্মত কি না, আইনের দৃষ্টিতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের ভিত্তি যেসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে, সেগুলোর প্রাথমিক প্রমাণ কোম্পানি দিতে পেরেছে কি না—এসব বিষয় প্রতিটি মামলার নিজস্ব ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে। [প্যারা 9, 10][209-G-H; 210-A-C]

১.২ এটি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রেকর্ডে উপস্থাপিত উপকরণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, উভয়েই—কোম্পানি বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, উত্তরদাতার সরবরাহকৃত উপকরণের গুণগত মান ত্রুটিপূর্ণ ছিল বলে যে আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা আপিলকারী তুলেছেন, তা ছিল পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবিত একটি অজুহাত। ডিভিশন বেঞ্চ দেখতে পায় যে, যখন আপিলকারী গুণগত মান নিয়ে আপত্তি তোলে, তখন উত্তরদাতা তা স্বীকার করে এবং তার আচরণে তা প্রতিফলিত হয় ক্রেডিট মঞ্জুর করার মাধ্যমে। বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করে যে, উত্তরদাতা যেখানে যেখানে ত্রুটি ছিল, সেগুলো ন্যায্যভাবে স্বীকার করেছে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, যদি অন্য কোনো ত্রুটি থাকত, তবে সেটিও কোনো না কোনোভাবে রেকর্ড করা হতো। ডিভিশন বেঞ্চ আরও মনে করে, আপিলকারীর এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয় যে ত্রুটিপূর্ণ মালামাল সংক্রান্ত আলোচনা ছিল কেবল মৌখিক। তারা আরও দেখতে পায়, যে আইনি বিজ্ঞপ্তির জবাবে মৌখিক চুক্তি সংক্রান্ত কোনো উল্লেখই ছিল না। ডিভিশন বেঞ্চ আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, আপিলকারীর এই দাবি—যে ত্রুটিপূর্ণ কাঁচামাল দিয়ে তৈরি পণ্য বিক্রেতারা ফেরত পাঠিয়েছে এবং এর ফলে আপিলকারী ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে—এই দাবির পক্ষে কোনো নথিপত্র বা প্রমাণ নেই। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একযোগে সিদ্ধান্ত হয় যে, আপিলকারীর আত্মপক্ষ সমর্থন সৎনিয়তপূর্ণ ছিল না এবং তা গুরুত্বপূর্ণও ছিল না। ঘটনাপ্রবাহ অনুযায়ী আরও দেখা যায়, আপিলকারী তার অবস্থানে স্ববিরোধিতা করেছে, যাতে করে উত্তরদাতার দাবি খারিজ করা যায়। এছাড়াও একযোগে এই সিদ্ধান্তও হয় যে,

আপিলকারী তার দাবিকৃত তথ্যের পক্ষে কোনো প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১.৩ অভিযুক্তের এই যুক্তি যে, সে একটি সচল ও লাভজনক কোম্পানি এবং উত্তরদাতার দাবি সে স্বীকার করেনি—এই দাবিকে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ধরা হয় না। কারণ, আইনে এমন কোনো শর্ত নেই যে শুধু কোম্পানি সচল থাকলেই ঋণপ্রদানের দাবি খারিজ হবে।

১.৪ এই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ উত্তরদাতার দাবিকৃত সুদের বিষয়ে কোনো নির্দেশ দেয়নি। বরং, তারা এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবেশ করেনি, কারণ কোম্পানি বিচারক এই বিষয়ে কোনো পর্যবেক্ষণ দেননি। অতএব, আপিল খারিজ করলেও, ডিভিশন বেঞ্চ সেইভাবে করেছে যাতে উত্তরদাতা চাইলে এই সুদের বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাখ্যার আবেদন, আপিল বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে দাবি উত্থাপন করতে পারে।

১.৫ কোম্পানি আদালত, কোম্পানির আইন ১৯৫৬-এর ধারা ৪৩৩ ও ৪৩৪ অনুসারে তার ক্ষমতা প্রয়োগের সময়, এটি নির্ধারণ করতে পারে না যে, কে দোষী—মীমাংসা বা আপোষ চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনে। এইরকম চুক্তি ও শর্ত বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ যাচাই এবং গভীর তদন্তের প্রয়োজন, যা ধারা ৪৩৪ অনুযায়ী লিকুইডেশন প্রক্রিয়ায় করা সম্ভব নয়।

১.৬ সর্বশেষে, কোম্পানি বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ই একমত হয়েছেন যে, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থন সৎনিয়তপূর্ণ, প্রকৃত এবং গ্রহণযোগ্য ছিল না।

মেডিকুইপ সিস্টেমস (পি) লিমিটেড বনাম প্রক্সিমা মেডিকেল সিস্টেম জিএমবিএইচ (২০০৫) ৭ এসসিসি ৪২: [২০০৫] ২ এসসিআর ১০১৫; বিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম এনএটিএল টেকনোলজিস লিমিটেড (২০০৯) ৩ এসসি ৫২৭: [২০০৮] ১৭ এসসিআর ৯৭২; আইবিএ হেলথ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইনফো-ড্রাইভ সিস্টেমস এসডিএন বিএইচডি (২০১০) ১০ এসসিসি ৫৫৩: [২০১০] ১২ এসসিআর ১৩৭-বিশিষ্ট।

মধুসূদন গোরধনদাস অ্যান্ড কোম্পানি বনাম মধু উলেন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (১৯৭১) ৩ এস. সি. সি ৬৩২: [১৯৭২] ২ এস. সি. আর ২০১ ~ উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৭২] ২ SCR ২০১ অনুচ্ছেদ ৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে

[২০০৫] ২ SCR ১০১৫ বিশিষ্ট অনুচ্ছেদ ২২

[২০০৮] ১৭ SCR ৯৭২ বিশিষ্ট অনুচ্ছেদ ২৪

[২০১০] ১২ SCR ১৩৭ বিশিষ্ট অনুচ্ছেদ ২৬

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ১১০৫

২০১৫ সালের কোম্পানি আপিল নং ৫৮ (ওঅ্যান্ডএম)-এ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২৯.০৪.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

করণ নেহরা, হিমাংশু গুপ্ত, মনোজ সি. মিশ্র, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

তরুণ গুপ্ত, উত্তরদাতার পক্ষে উকিল।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

বি. আর. গাভাই , বিচারপতি

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. বর্তমান আপিলটি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২০১৫ সালের ৫৮ নং কোম্পানি আপিলের রায় ও আদেশর বিরোধিতা করে, যা উক্ত আদালতের কোম্পানি বিচারপতি কর্তৃক ২০০৯ সালের কোম্পানি আর্জি নং ১০৬ তারিখ ২৮.৯.২০১৫-এ প্রদত্ত আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

৩. সংক্ষেপে, বর্তমান আপিলের জন্মদানকারী তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

উত্তরদাতা-মেসার্স ইন্ডিয়ান এক্রাইলিকস লিমিটেড এক্রাইলিক সুতা প্রস্তুতকারী সংস্থা যার উৎপাদন ইউনিট সাঙ্গরুর জেলার হরকিশনপুরা গ্রামে অবস্থিত। আবেদনকারী-এম/এস শীতল ফাইবার্স লিমিটেড এবং উত্তরদাতা-মেসার্স ইন্ডিয়ান এক্রাইলিকস লিমিটেডের মধ্যে একটি লেনদেন হয়েছিল যার অধীনে উত্তরদাতাকে ঋণের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে এক্রাইলিক সুতা সরবরাহ করতে হয়েছিল। উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে, ২০.৪.২০০৭ থেকে কাঁচামাল সরবরাহ শুরু হয়েছিল। উত্তরদাতা মূল্যের সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন

৮১,৯৮,০১৪.৪৫ টাকার । আপিলকারী উত্তরদাতার সরবরাহকৃত উপকরণের গুণগত মান সংক্রান্ত কিছু বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলে। সেই প্রেক্ষিতে, উত্তরদাতা আপিলকারীর অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়া উপকরণের বাবদ ৬,২২,০৭৩ টাকা ক্রেডিট হিসেবে যুক্ত করে এবং গুণগত ত্রুটির জন্য ৫,০০,০০০ টাকার একটি ক্রেডিট নোট প্রদান করে। উত্তরদাতার মতে, আপিলকারী ইতিমধ্যে ৬১,৮৩,২১৮/- পরিশোধ করেছে। তবে ২৮.০৭.২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ৮,৯২,৭২৩ টাকা বকেয়া ছিল। একাধিকবার অনুরোধ করার পরও এই বাকি টাকা পরিশোধ না করায়, উত্তরদাতা আপিলকারীর বিরুদ্ধে একটি আইনানুগ বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করে। আপিলকারী যথাযথভাবে সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তর দেয়। তবে, আইনানুগ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হওয়ার পরও যেহেতু অর্থ পরিশোধ করা হয়নি, উত্তরদাতা আপিলকারীর স্বীকৃত ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার কারণে কোম্পানি লিকুইডেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানি আর্জি দাখিল করে। শ্রদ্ধেয় কোম্পানি বিচারক ২৮.০৯.২০১৫ তারিখে উক্ত আর্জি গ্রহণ করেন। তবে সেই আদেশ দেওয়ার সময় বিচারক বলেন, যেহেতু আপিলকারী একটি সচল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তাই তাকে ৩১.১২.২০১৫ তারিখের মধ্যে উত্তরদাতার সঙ্গে হিসাব চূড়ান্ত করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

কেবলমাত্র সেটেলমেন্ট ব্যর্থ হলে, তখন আর্জির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ কার্যকর হবে। এই আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে আপিলকারী হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে। ২৪.১২.২০১৫ তারিখে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একটি আদেশে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং আপিলকারীকে ৩১.১২.২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রাসঙ্গিক অর্থ পরিশোধের শর্তে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। পরবর্তী সময়ে আপিলকারী সেই অর্থ যথানিয়মে পরিশোধ করে।

যদিও হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, কোনও আন্তরিক বিরোধ ছিল না এবং তাই, উত্তরদাতাকে অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু আপিলকারী আপিলের আদেশে উল্লিখিত পরিমাণে উত্তরদাতার দাবি সন্তুষ্ট করেছিলেন, তাই এটি আপিল খারিজ করে দেয়।

তবে, প্রতি বছর ২৪ শতাংশ হারে সুদের বিষয়ে উত্তরদাতার দাবির ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন খুঁজে পায়নি যে, আপিলকারী উত্তরদাতার সুদ দিতে দায়বদ্ধ কিনা যেহেতু বিজ্ঞ কোম্পানি বিচারক সেই বিষয়ে প্রবেশ করেননি। তবে, ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, আপিল খারিজ করা সুদ সম্পর্কিত উত্তরদাতার যুক্তির প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই ছিল যা হয় জার্ড বিচারকের সামনে ব্যাখ্যার জন্য আবেদনের মাধ্যমে বা আপিলের মাধ্যমে বা অন্য কোনও কার্যধারার মাধ্যমে দাবি করা যেতে পারে।

এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে, বর্তমান আবেদন।

৪. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌঁসুলি শ্রী করণ নেহরা জমা দিয়েছেন যে, আপিলকারীর প্রতিরক্ষা একটি সৎ ছিল। তিনি বলেন যে, এটি আপিলকারীর একটি নির্দিষ্ট মামলা ছিল, যে উত্তরদাতার সরবরাহ করা ত্রুটিপূর্ণ উপাদানের কারণে, আপিলকারী বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাই, আবেদনকারীই ছিলেন যিনি উত্তরদাতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, তিনি বলেন যে নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে, যা একটি চাঁদের প্রতিরক্ষা বলা যেতে পারে না, বিজ্ঞ কোম্পানি বিচারক কোম্পানির আর্জি গ্রহণ করা উচিত ছিল না। তিনি বলেন, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির XXXVII আদেশের অধীনে সংক্ষিপ্ত কার্যধারায় করা হলেও উত্তরদাতার দাবি টিকতে পারে না। তিনি বলেন, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ৪৩৩ (ঙ) এবং (চ) ধারার অধীনে প্রয়োজনীয়তা (এরপরে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) অনেক বেশি উচ্চ স্তরে দাঁড়িয়ে আছে এবং এইভাবে, বিজ্ঞ কোম্পানি বিচারক আর্জি টি স্বীকার করতে ভুল করেছেন। তিনি বলেন, একই কারণে, ডিভিশন বেঞ্চও বিজ্ঞ কোম্পানির নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করে ভুল করেছে।

৫. শ্রী নেহরা আরও বলেন, যেহেতু বকেয়া/বিলম্বিত অর্থপ্রদানের উপর সুদ প্রদানের জন্য পক্ষগুলির মধ্যে কোনও চুক্তি হয়নি, তাই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা সুদের জন্য উত্তরদাতার দাবি বিবেচনা করার জন্য জারি করা নির্দেশ আইনের তদন্তের পক্ষে দাঁড়ায় না।

৬) শ্রী নেহরা মেডিকুইপের 'সিস্টেমস (পি) লিমিটেড বনাম প্রক্সিমা মেডিকেল সিস্টেম জিএমবিএইচ[১]' বিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম এনএটিএল টেকনোলজিস লিমিটেড[২] 'এবং আইবিএ হেলথ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইনফো-ড্রাইভ সিস্টেমস এসডিএন, বিএইচডি[৩]-তে এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেন।

৭. শ্রী তরুণ গুপ্ত, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় আইনজীবী হিসেবে উপস্থাপন করেন যে, আপিলকারীকে একাধিকবার বকেয়া অর্থ পরিশোধের অনুরোধ জানিয়ে যোগাযোগ করা হলেও, তবুও যেহেতু সে পরিশোধ করেনি, তাই ধারা ৪৩৪ ধারা ৪৩৩ (ঙ)-এর সঙ্গে পাঠ করে একটি আইনানুগ দাবি-বিজ্ঞপ্তি জারি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিনি উপস্থাপন করেন, উক্ত বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে আপিলকারীর কাছে প্রেরিত হয়েছিল এবং সে তার জবাবও দিয়েছিল। তবে, ওই জবাবে আপিলকারী শুধু একটি অস্পষ্ট অস্বীকৃতি প্রদান করে এবং জানায় যে, উত্তরদাতার দাবি নথিপত্রভিত্তিক একটি বিষয়— কোনো নির্দিষ্ট আত্মপক্ষ সমর্থন সে তোলে না। তিনি আরও উপস্থাপন করেন যে,

---

১ (২০০৫) ৭ এসসিসি ৪২

২ (২০০৯) ৩ এসসিসি ৫২৭

৩ (২০১০) ১০ এসসিসি ৫৫৩

আপিলকারী স্ট্যাটুটরি বিজ্ঞপ্তির জবাবে যেই অবস্থান নিয়েছিল, পরবর্তীতে কোম্পানি আদালতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উপসংহারে বলেন যে, কোম্পানি বিচারক এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যথার্থভাবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আপিলকারীর আত্মপক্ষ সমর্থন সৎনিয়তপূর্ণ ছিল না। তিনি আরও যুক্তি দেন, যেহেতু বিচারিকভাবে বিষয়টি একইভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তাই সেই বাস্তব বিষয়ক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই।

৮. মধুসূদন গোরধনদাস এবং কোম্পানি বনাম মধু উলেন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট[৪] লিমিটেডের মামলায় এই আদালত এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

২০. দুটি নিয়ম ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রথমত, যদি ঋণটি আন্তরিকভাবে বিতর্কিত হয় এবং প্রতিরক্ষা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়, তবে আদালত কোম্পানিটি বন্ধ করবে না। আদালত বন্ধ করার জন্য একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে যেখানে ঋণদাতা কোম্পানির কাছে বিক্রি করা পণ্যের জন্য একটি পরিমাণ দাবি করেছে এবং কোম্পানিটি যুক্তি দিয়েছিল যে কোনও মূল্যের বিষয়ে একমত হয়নি এবং ঋণদাতার দ্বারা দাবি করা পরিমাণ অযৌক্তিক ছিল। (লন্ডন এবং প্যারিস ব্যাংকিং কর্পোরেশন দেখুন [(১৮৭৪) এলআর ১৯ ইক্যু ৪৪৪]) আবার, একজন ঋণদাতার দ্বারা বন্ধ করার আবেদন, যিনি কোম্পানির জন্য করা কাজের জন্য সম্মত পরিমাণ অর্থ প্রদানের দাবি করেছিলেন যখন কোম্পানিটি যুক্তি দিয়েছিল যে কাজটি সঠিকভাবে অনুমোদিত হয়নি। (দেখুন রে. ব্রাইটন ক্লাব এবং হরফোল্ড হোটেল কোং. লিড. (১৮৬৫) ৩৫ বিভ ২০৪)

২১. যেখানে ঋণটি অবিসংবাদিত, আদালত এমন কোনও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর কাজ করবে না যে সংস্থার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু সংস্থাটি সেই নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দেখুন রি. এ কোম্পানি। [৯৪ এসজে ৩৬৯] যেখানে কোনও সন্দেহ নেই যে সংস্থাটি ঋণদাতার কাছে একটি ঋণের ঋণী যা তাকে একটি অবসান আদেশের অধিকারী করে কিন্তু ঋণের সঠিক পরিমাণ বিতর্কিত হয়, আদালত ঋণদাতার কাছ থেকে ঋণের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজন ছাড়াই একটি অবসান আদেশ দেবে সি রি টুইডস গ্যারেজ লিমিটেড [১৯৬২ অধ্যায় ৪০৬] আদালত যে নীতিগুলির উপর কাজ করে তা হল প্রথমত যে কোম্পানির প্রতিরক্ষা সৎ বিশ্বাসে এবং একটি বস্তুনিষ্ঠ, দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সফল হতে পারে এবং তৃতীয়ত সংস্থাটি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পেশ করে যে তথ্যগুলির উপর প্রতিরক্ষা নির্ভর করে।

৯. তাই এটি ভালোভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে, যে ঋণটি যদি সৎভাবে হয় তবে তা বিতর্কিত এবং প্রতিরক্ষা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, আদালত কোম্পানিকে বন্ধ করে দেবে না। এটি সমানভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে, যেখানে ঋণ অবিসংবাদিত,

---

(১৯৭১) ৩ এস. সি. সি ৬৩২

আদালত এমন কোনও প্রতিরক্ষার উপর কাজ করবে না যে সংস্থার ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা রয়েছে তবে সংস্থাটি সেই নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি সমানভাবে নিষ্পত্তি হয় যে আদালত যে নীতিগুলির উপর কাজ করে তা প্রথমত, যে সংস্থার প্রতিরক্ষা সৎ বিশ্বাসে এবং একটি বস্তুনিষ্ঠ, দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সফল হতে পারে এবং তৃতীয়ত সংস্থাটি যে তথ্যের উপর প্রতিরক্ষা নির্ভর করে তার প্রাথমিক প্রমাণ পেশ করে।

১০. কোনও কোম্পানির প্রতিরক্ষা সৎ বিশ্বাসে রয়েছে কিনা বা এটি কোনও বস্তুনিষ্ঠ কিনা এবং আইনের দিক থেকে এটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা এবং সংস্থাটি যে তথ্যের উপর প্রতিরক্ষা নির্ভর করে তার প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থাপন করে কিনা তা প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে।

১১. বর্তমান ক্ষেত্রে, ২৫.৮.২০০৮ তারিখের সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তিতে, উত্তরদাতা-কোম্পানি বিশেষভাবে নিম্নরূপ বলেছেঃ

"৪. সেই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ২৫.৮.২০০৭ তারিখ পর্যন্ত আমার মক্কেলের সরবরাহকৃত মালামালের বিপরীতে আপনার বিরুদ্ধে মোট ৩৫,১৪,৭৭৬.৩০ টাকা বিভিন্ন বিলের ভিত্তিতে বকেয়া ছিল, যা নিচের চালানগুলোর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়ে

ক্রমিক নং	চালান নং	তারিখ	পরিমাণ (টাকা)
১	১৬২	২৬.০৬.০৭	৮,৫৫,৩৭০.৬৫
২	১৭৭	৩০.০৬.০৭	৮,৬৬,৭৮৮.২৯
৩	২১৬	১৬.০৭.০৭	৯,০৭,৮৯১.১৯
৪	৩০০	২৫.০৮.০৭	৮,৮৪,৭২৬.১৭
	মোট		৩৫,১৪,৭৭৬.৩০

৫. উল্লেখ্য, উপরে বর্ণিত চালানপত্রসমূহের পরে আমার মক্কেল আপনার কাছে আর কোনো মালামাল সরবরাহ করেননি এবং মোট ৩৫,১৪,৭৭৬.৩০ টাকা আপনি আমার মক্কেলের কাছে পরিশোধযোগ্য ছিলেন। উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য আমার মক্কেল আপনাকে একাধিকবার অনুরোধ করেন, যা নিচের তারিখে প্রেরিত বিভিন্ন যোগাযোগ পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল: ১৬.১১.২০০৭, ২২.১১.২০০৭, ২৩.১১.২০০৭, ২৬.১১.২০০৭, ২৭.১১.২০০৭, ২৮.১১.২০০৭, ০১.১২.২০০৭, ০৩.১২.২০০৭, ০৫.১২.২০০৭, ০৬.১২.২০০৭, ০৭.১২.২০০৭, ০৮.১২.২০০৭, ১০.১২.২০০৭, ১১.১২.২০০৭, ১২.১২.২০০৭, ১৩.১২.২০০৭, ১৫.১২.২০০৭, ১৭.১২.২০০৭ এবং ২১.১২.২০০৭ এবং উপরের টাকা দিতে বলেন ।

৬. উল্লেখ্য, উপরে বর্ণিত চিঠি/ফ্যাক্সগুলোর জবাবে আপনার পক্ষ থেকে আমার মক্কেল কোনো ধরনের যোগাযোগ পাননি। বরং, আপনি মোট ১৫,০০,০০০/- টাকা

চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করেন, ৬,২২,০৭৩.০০ মূল্যের মালামাল ফেরত দেন এবং ৫,০০,০০০/- টাকার একটি ক্রেডিট নোট মারফত সমন্বয় করা হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

S.No.	তারিখ	বিশেষ	পরিমাণ (টাকা)
1	২৯.৯.০৭	উপাদান ফিরে এসেছে	৬,২২,০৭৩.০০
2	২১.৩.০৮	বিভাগ নং ৯৩৫৬৪১/২০.৩.০৮	4,00,000.00
3	৪.৪.০৮	বিভাগ নং ৯৩৫৬৯২/৩১.৩.০৮	6,00,000.00
4	৭.৫.০৮	ক্রেডিট নোট	5,00,000.00
5.	৮.৫.০৮	বিভাগ নং ৯৯০৪৫৯/৭.৫.০৮	5,00,000.00
			২৬,২২,০৭৩.০০

উপরে উল্লিখিত ২৬,২২,০৭৩.০০-টাকার উপরের পরিমাণ ক্রেডিট প্রাপ্তির পরে ৮.৫.২০০৮-এ আমার মক্কেল আপনার কাছ থেকে মোট ৮,৯২ টাকা, ৭২৩.৪৫p (৮,৯২,৭০৩.৩০ + ২০.১৫) আদায় করতে পারবেন।

১২. উক্ত বিজ্ঞপ্তির জবাবে, আপিলকারী এইভাবে বলেছেনঃ

"৪. আপনার বিজ্ঞপ্তির ৪ নং অনুচ্ছেদের উত্তরে, এটি নথির বিষয় এবং এটি আমার মক্কেলের ব্যবসায়িক মূল্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে দেখায়।

৫. আপনার বিজ্ঞপ্তির ৫ নং অনুচ্ছেদের উত্তরে, এটি একটি নথির বিষয়। তবে, আমার মক্কেলের কাছ থেকে আপনার মক্কেলের কারণে কিছুই নেই, বরং বিপরীতটি পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হিসাবে সত্য।

৬. বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ নং ৬ সঠিক নয় এবং সঠিক চিত্রটি চিত্রিত করে না, বরং বিপরীতভাবে আপনার মক্কেল নিজেই আমার মক্কেলের কাছে আসছিলেন এবং পরিমাণ নিষ্পত্তি করেছিলেন এবং ২৫ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে রাজি হয়েছিলেন যার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছিল, বাকি পরিমাণ ফেরত দেওয়া হয়নি।

৭. আপনার বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ নং ৭ ভুল এবং সঠিক নয় । বিস্তারিত উত্তর ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।

১৩. সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদের জবাবে যেখানে উত্তরদাতা তার দাবি নির্দিষ্ট করেছেন, একমাত্র উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এটি

'নথির বিষয় এবং এটি তার মক্কেলের ব্যবসায়িক মূল্য সম্পর্কে দেখায়।' এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, উত্তরদাতা নিজেই আপিলকারীর কাছে আসছিলেন এবং অর্থ নিষ্পত্তি করেছিলেন এবং ফেরত দিতে রাজি হয়েছিলেন, যার মধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

১৪) কোম্পানি আর্জিতে দাখিল করা লিখিত বিবৃতি পর্যালোচনার মাধ্যমে, এটি প্রকাশ পাবে যে, আপিলকারীর মূল যুক্তি ছিল যে, এটি একটি চলমান মুনাফা অর্জনকারী সংস্থা এবং আরও, যে উত্তরদাতার দাবিটি এটি দ্বারা স্বীকার করা হয়নি। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, আবেদনটি কেবল আবেদনকারীকে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য চাপ দেওয়ার জন্য দায়ের করা হয়েছিল যা গ্রহণ করা হয়নি বা আইনত বকেয়া ছিল না।

১৫) লিখিত জবাবে আরও বলা হয়েছিল যে, ২৬.৬.২০০৭ তারিখ পর্যন্ত উত্তরদাতা কর্তৃক কাঁচামাল সরবরাহ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা ছিল না। তবে ২৬.৬.২০০৭ তারিখ থেকে দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত কাঁচামাল ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ওই কাঁচামাল ব্যবহার করে বাজারে বিক্রি করা পণ্য কিছু অভিযোগসহ ফেরত আসে। জানানো হয় যে, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে ২৬.৬.২০০৭ তারিখ ও তার পরবর্তী তারিখে জারি করা চালান অনুযায়ী সরবরাহকৃত পণ্য ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং সেই কাঁচামাল (অর্থাৎ *অ্যাক্রিলিক ইয়ার্ন*) ব্যবহার করে আপিলকারী কোম্পানির তৈরি পণ্যগুলো ডিলার ও আমদানিকারকদের দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ মানের কারণে ফেরত দেওয়া হয়। এছাড়াও বলা হয়, আপিলকারী কোম্পানি ত্রুটিপূর্ণ কাঁচামাল উত্তরদাতা কোম্পানিকে ফেরত পাঠায়, যা অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল। উত্তরদাতা এ বিষয়টি স্বীকার করে এবং আপিলকারীর অ্যাকাউন্টে ৬,২২,০৭৩**/-** টাকা ক্রেডিট করে। আরও বলা হয় যে, একাধিক বৈঠক ও আলোচনার পর, উত্তরদাতা ত্রুটিপূর্ণ পণ্য সরবরাহের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫,০০,০০০/- টাকার একটি ক্রেডিট নোট ইস্যু করতে সম্মত হয়। সব ধরনের সমন্বয় করার পর, আপিলকারীর হিসাব অনুযায়ী ৫৩,৬৪৮/- টাকা এখনো উত্তরদাতার কাছ থেকে পাওনা ছিল—এমনটিই উল্লেখ করা হয়।

১৬) বিজ্ঞ কোম্পানি বিচারক প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি বিবেচনা করার পরে এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"৮.উত্তরদাতা কোম্পানির পক্ষে সম্মানিত আইনজীবী এমন কোনো নথির উল্লেখ করেননি, যা সে নিজে বাদী কোম্পানিকে গুণগত ত্রুটি সম্পর্কে লিখিতভাবে জানিয়েছে। বাদী কোম্পানির জারি করা আইনানুগ বিজ্ঞপ্তির জবাবে, উত্তরদাতা কোম্পানির অবস্থান ছিল যে বাদী কোম্পানির সরবরাহকৃত ২৫,০০,০০০ টাকার কাঁচামাল খারাপ অবস্থায় তাদের কাছে পড়ে রয়েছে এবং

তা উৎপাদনের জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়। প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৫,০০,০০০ টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও, শুধুমাত্র ৫,০০,০০০ টাকার একটি ক্রেডিট নোট প্রদান করা হয়েছে। বাদী কোম্পানির ৮,৯২,৭২৩ টাকার দাবির বিপরীতে, উত্তরদাতা দাবি করে যে বাদী কোম্পানির কাছ থেকে ১১,০৭,২৯৭ টাকা পাওনা রয়েছে, কারণ নিম্নমানের সুতা সরবরাহের ফলে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই অর্থের জন্য দাবিও জানানো হয়। তবে, মামলার জবাবে উত্তরদাতা কোম্পানি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি অবস্থান নেয়। যদিও ত্রুটিপূর্ণ কাঁচামালের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল, তবুও বলা হয় যে বাদী কোম্পানির সরবরাহকৃত সম্পূর্ণ কাঁচামালই ব্যবহার করা হয়েছিল, যার ফলে উৎপাদিত পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে এবং তা বাজারে বিক্রির উপযোগী ছিল না। সেই কারণে উত্তরদাতা কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উক্ত পণ্যগুলো বাজারে বিক্রি হওয়ার পর ফেরত আসে। কিন্তু এমন কোনো যোগাযোগের বা চিঠিপত্রের উল্লেখ নেই, যেখানে উত্তরদাতা কোম্পানি বাদী কোম্পানিকে গুণগত ত্রুটির বিষয়টি জানিয়েছিল। এছাড়াও দাবি করা হয় যে, মে ২০০৮-এ ৫,০০,০০০ টাকার ক্রেডিট নোট দেওয়ার পর, বাদী কোম্পানি ত্রুটিপূর্ণ মালামালের কারণে চালানগুলোর উপর ৫০ শতাংশ ছাড় দিতে সম্মত হয়েছিল। এরপর সেই অনুযায়ী হিসাব করা হয়।

চালান নং ১৬২	৮৫৫৩৭০.৬৫
চালান নং ১৭৭	৮৬৬৭৮৮.২৯
চালান নং ২১৬	৯০৭৮৯১.১৯
চালান নং ৩০০	৮৮৪৭২৬.১৭
মোট	৩৫১৪৭৭৬.৩০
ফেরত যোগ্য দ্রব্য	৬২২০৭৩.০০
হিসাবনিকাশ	২৮৯২৭০৩.৩০
৫০% ছাড়	১৪৪৬৩৫১.৩০
হিসাবনিকাশ	১৪৪৬৩৫২.০০
ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে	১৫০০০০০.০০
অতিরিক্ত পরিশোধ:	৫৩৬৪৮.০০

৯) নিম্নে উল্লিখিত গণনাগুলির ভিত্তিতে, এটি সুস্পষ্ট যে এখন অবস্থান এই যে, উত্তরদাতা কোম্পানিকে আবেদনকারী কোম্পানির নিকট থেকে ৫৩,৬৪৮/- আদায় করতে হবে,

যেখানে বিজ্ঞপ্তির জবাবে দাবি ছিল রু. ১১,০৭,২৯৭/-। এছাড়াও, এটি উল্লেখযোগ্য যে, আবেদনের জবাবে যে কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে যে মে, ২০০৮-এ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে চালান মূল্যের উপর ছাড় সংক্রান্ত একটি সমঝোতা হয়েছিল, সেটি কেবলমাত্র এই আবেদন ব্যর্থ করতে একটি পরে উদ্ভাবিত গল্প কারণ সেপ্টেম্বর, ২০০৮-এ যখন বৈধ বিজ্ঞপ্তির জবাব দেওয়া হয়েছিল, তখন এই ধরণের কোনও দাবি তোলা হয়নি।

১০) উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে, আমি মনে করি না যে, উত্তরদাতা কোম্পানি যে প্রতিরক্ষা প্রদান করেছে তা যুক্তিসঙ্গত, কারণ ঋণটি এমন কিছু নয় যা প্রকৃতভাবে বিরোধপূর্ণ এবং তা পরিশোধ করা হয়নি আইনি নোটিশ প্রাপ্তির পরেও এবং এমনকি এই আদালতে আবেদনটি প্রায় ছয় বছর ধরে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও। অতএব, আবেদনটি গ্রহণযোগ্য। সেই অনুসারে আদেশ দেওয়া হলো।

১৭) এইভাবে দেখা যায় যে, বিজ্ঞ কোম্পানি বিচারক খুঁজে পেয়েছেন যে, উত্তর দাতার পণ্যের গুণগত মানের ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার বিষয়ে আপিলকারী যে প্রতিরক্ষা করেছেন তা পরে ভেবে নেওয়া হয়েছিল, যেহেতু এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে কোনও নথি নথিতে রাখা হয়নি। আরও পাওয়া গেছে যে, বিজ্ঞপ্তির জবাবে আপিলকারী দাবি করেছিলেন যে, লিখিত বিবৃতিতে দেওয়া গণনায় তিনি ১১,০৭,২৯৭/- এর পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অধিকারী ছিলেন, তবে এই পরিমাণটি ৫৩,৬৪৮ টাকা ।

১৮) এই তথ্যটি নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ সহ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছেঃ

"৭) বিতর্কটি সঠিকভাবে ভিত্তিহীন। আমরা এই ধরনের অনুমান করার কোনও কারণ দেখছি না। প্রকৃতপক্ষে, ক্রেডিট মঞ্জুর করা আরও নির্দেশ করে যে, যখন কোনও ত্রুটি ছিল তখন উত্তরদাতা ন্যায্যভাবে স্বীকার করেছিলেন এবং বাকি চালানটি চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্টকরণের সাথে মিলিত হয়েছিল। অতএব, প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদগুলি বিচার করার জন্য আশেপাশের অন্যান্য তথ্য এবং পরিস্থিতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৮) প্রথমত, যখন আপিলকারী পণ্যের গুণমান নিয়ে আপত্তি তোলে এবং তা উত্তরদাতা স্বীকার করে, তখন তা তাদের আচরণে প্রতিফলিত হয় ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে। এটি অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত যে, যদি আরও কোনো ত্রুটি থাকত এবং যেকোনও পরিস্থিতিতে যদি আপিলকারীর দাবি থাকত যে পণ্য ত্রুটিপূর্ণ, তবে তা কোনও না কোনওভাবে লিপিবদ্ধ করা হত। তবে আপিলকারীর বক্তব্য হলো যে,

এ বিষয়ে আলোচনা শুধুমাত্র মৌখিক ছিল। মামলার বাস্তব পরিস্থিতিতে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আপিলকারীর বক্তব্যে বৈপরিত্য দেখা যায় বৈধ নোটিশের জবাব এবং লিখিত বিবৃতির মধ্যে।

৯) উত্তরদাতা ২৫.০৮.২০০৮ তারিখে একটি বৈধ নোটিশ প্রদান করে। এর জবাবে আপিলকারীর ১০.০৯.২০০৮ তারিখের উত্তরটিতে কোনও মৌখিক চুক্তির উল্লেখ নেই, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, উত্তরদাতার পক্ষ থেকে আপিলকারীকে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদানের চুক্তির কথাও বলা হয়নি ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের কারণে। এটি বর্তমান জবাবে যে প্রতিরক্ষা তোলা হয়েছে, তার বিরোধিতা করে।

আরও একটি বিষয় আছে যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, বাকি পণ্যের ক্ষেত্রে আপিলকারী কোনওরকম ছাড় পেতে অধিকারী নয়। আপিলকারী স্বীকার করেছে যে, সে পণ্যগুলো রেখে দিয়েছিল এবং বাস্তবে সেগুলো ব্যবহার করেছে, যেমন সিনথেটিক ইয়ার্ন ব্যবহার করে কম্বল তৈরি করেছে। একবার তা ব্যবহৃত হয়ে গেলে, আপিলকারী আর তার জন্য মূল্য পরিশোধ না করে পার পেতে পারে না। যদি পণ্যগুলো ত্রুটিপূর্ণই হয়ে থাকে, তাহলে আপিলকারীর উচিত ছিল তা প্রত্যাখ্যান করা। উত্তরদাতার সরবরাহকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করার পর আপিলকারীর পক্ষে তা ফেরত দেওয়াও আর সম্ভব নয়।

তদ্ব্যতীত, আপিলকারী কোথাও বলেনি যে, তার গ্রাহক—যে চূড়ান্ত পণ্য কিনেছে—সে পণ্যের গুণমান নিয়ে কোনও অভিযোগ করেছে। উপরন্তু, উত্তরদাতা কর্তৃক সরবরাহকৃত কাঁচামাল থেকে প্রস্তুতকৃত পণ্যের বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেনের বিষয়ে আপিলকারী কোনও তথ্যও সরবরাহ করেনি। এমন কিছুই নেই যা প্রমাণ করে যে, আপিলকারী কোনওরকম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে বা সে পণ্যের মূল্য পায়নি।

১০) এই পরিস্থিতিতে, মাননীয় বিচারক যথার্থভাবেই আপিলকারীর যুক্তিগুলি খারিজ করেছেন। আমাদের মতেও, উত্তরদাতার দাবির বিপরীতে আপিলকারীর পক্ষ থেকে কোনও প্রকৃত বা সদ্ব্যবহৃত বিরোধ উত্থাপন করা হয়নি।

১৯. এটি তাই পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিচারাধীন নথিপত্রসমূহের যথাযথ পর্যালোচনার ভিত্তিতে উভয়ই — মাননীয় কোম্পানি বিচারক এবং বিভাগীয় বেঞ্চ — এই মর্মে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আপিলকারী কর্তৃক উত্তরদাতার সরবরাহকৃত পণ্যের গুণগত ত্রুটি সম্পর্কে যে প্রতিরক্ষা তোলা হয়েছে, তা একটি পরে উদ্ভাবিত যুক্তি। বিভাগীয় বেঞ্চ দেখতে পায় যে, যখন আপিলকারী গুণমান নিয়ে আপত্তি তোলে, তখন তা উত্তরদাতা স্বীকার করে এবং তার আচরণে তা প্রতিফলিত হয় ক্রেডিট প্রদান করার মাধ্যমে। বেঞ্চ উল্লেখ করে যে, উত্তরদাতা যখন কোনও ত্রুটি ছিল, তখন তা ন্যায্যভাবে স্বীকার করেছে এবং এটি অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে,

যদি আরও কোনও ত্রুটি থাকত, তবে তা কোনও না কোনওভাবে নথি করা হত। বিভাগীয় বেঞ্চ আরও দেখতে পায় যে, আপিলকারীর এই দাবি যে, ত্রুটিপূর্ণ মালামালের বিষয়ে আলোচনা কেবল মৌখিকভাবে হয়েছিল — তা গ্রহণযোগ্য নয়। তারা আরও দেখতে পায় যে, বৈধ নোটিশের জবাবে কোথাও মৌখিক চুক্তির কোনও উল্লেখ ছিল না। বিভাগীয় বেঞ্চ আরও দেখে যে, আপিলকারীর এই দাবি যে, ত্রুটিপূর্ণ কাঁচামাল ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত পণ্য ডিলারদের দ্বারা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং এর ফলে আপিলকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল — সেই দাবি কোনো নথি দ্বারা সমর্থিত নয়।

২০. ধারাবাহিকভাবে দেখা গিয়েছে যে, আপিলকারীর প্রতিরক্ষা কোনও সৎ (bona fide) বা গঠনমূলক প্রতিরক্ষা ছিল না। তথ্যের ভিত্তিতে আরও দেখা গিয়েছে যে, আপিলকারী বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছে, যাতে উত্তরদাতার দাবি ব্যর্থ করা যায়। আরও দেখা গিয়েছে যে, আপিলকারী তার দাবিকৃত বিষয়গুলোর প্রাথমিকভাবে সত্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২১. আপিলকারীর এই যুক্তি যে, তারা একটি চলমান লাভজনক কোম্পানি এবং উত্তরদাতার দাবি তারা স্বীকার করেনি — এই বিষয়ে বলা যায়, এটি আইনের কোনও বাধ্যতামূলক শর্ত নয়। এই প্রসঙ্গে আদালতের বিভিন্ন রায়ের উপর নির্ভর করা যেতে পারে, যার মধ্যে বিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ মামলার কথাও অন্তর্ভুক্ত।

২২. আপিলকারীর আইনজীবী মেডিকুইপ সিস্টেমস (পি) লিমিটেড মামলার যে রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, সেখানে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সেখানে একটি সৎ বিরোধ ছিল। সেখানে আরও দেখা গিয়েছিল যে, একক বিচারকের পক্ষ থেকে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল না যে, একটি ঋণ আপাতত পরিশোধযোগ্য এবং কোম্পানির পক্ষ থেকে আবেদনকারী ঋণদাতাকে পরিশোধযোগ্য। আরও বলা হয় যে, কোম্পানি আদালতের এখতিয়ার ছিল না তৃতীয় পক্ষ বা আবেদনকারী ঋণদাতা ব্যতীত অন্য কাউকে অর্থ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার। অতএব, বাস্তব পরিস্থিতির দিক থেকে বিচার করলে, এই রায়টি বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২৩. আপিলকারী যেবিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ মামলার উপর নির্ভর করেছে, সেখানে একক বিচারক, একটি প্রাথমিক মামলা গঠিত হয়েছে মনে করে, কোম্পানি আবেদনটি গ্রহণ করেছিলেন। তবে আপিলের পর বিভাগীয় বেঞ্চ সেই আদেশ বাতিল করে। এই আদালত যখন বিভাগীয় বেঞ্চের আদেশ বাতিল করে, তখন নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করে:

"৪১. বর্তমান মামলায়, আবেদন দায়েরের তারিখে, ঋণের অন্তত একটি অংশের বকেয়া, কোম্পানি আইনের ধারা ৪৩৩ [সঠিকভাবে বলা উচিত ৪৩৪(১)(ক)]-এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়েও বেশি ছিল, তা অস্বীকার করা হয়নি। আইনে এমন কোনও শর্ত নেই যে, পুরো ঋণ অবশ্যই নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত হতে হবে। উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল যে, মূলধন এবং সুদের সম্মিলিত সম্পূর্ণ পরিমাণটি অবিরোধিত হতে হবে। তারা নিম্নলিখিত মন্তব্য করে:

"কোম্পানি পিটিশনে শুধু একটি সরল অভিযোগ করা হয়েছে যে, আবেদনকারী জানতে পেরেছে যে উত্তরদাতা কোম্পানি তার বিভিন্ন ঋণদাতার নিকট বিপুল অঙ্কের অর্থ প্রদানযোগ্য রেখেছে এবং সে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব পালনে অক্ষম, এবং সেই কারণে বাণিজ্যিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। কিন্তু আবেদনকারী এটি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করেনি। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে একমাত্র উপস্থাপিত প্রমাণ হলো, উত্তরদাতা কোম্পানি আবেদনকারীর কাছে সুদের অর্থ বকেয়া রেখেছে, যা বিলম্বে পরিশোধের জন্য দাবি করা হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, উত্তরদাতা কোম্পানি বিলম্বিত অর্থ পরিশোধের জন্য সুদ দিতে বাধ্য, এবং সেই অর্থ এখনও আবেদনকারীকে পরিশোধ করা হয়নি, তাহলেও কি বলা যাবে যে উত্তরদাতা ঋণ পরিশোধে অবহেলা করেছে — বিশেষ করে যখন উত্তরদাতা ওই সুদের দাবিকে অস্বীকার করছে এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এ বিষয়ে কোনও লিখিত চুক্তিও নেই"

৪২.বিষয়টির বাস্তবতা বিবেচনা করে বিভাগীয় বেঞ্চ একটি প্রশ্ন নির্ধারণ করে: "উত্তরদাতা কী প্রতি মাসে বিলম্বে পরিশোধের জন্য ২% হারে সুদ প্রদানে দায়বদ্ধ, এবং যখন তা নিয়ে বিরোধ রয়েছে, তখন তা কি কোম্পানি আবেদন গ্রহণের জন্য একটি প্রাথমিকভাবে বৈধ ভিত্তি গঠন করে?"

এ বিষয়ে আদালত বলেন:

"...আবেদনকারী এমন কিছু চালানপত্রের উপর নির্ভর করতে চায়, যেগুলোর নিচের অংশে বিলম্বে পরিশোধের ক্ষেত্রে সুদ প্রদানের শর্ত রয়েছে বলে তার দাবি। এমন কোনও শর্ত থাকলেও, যেহেতু তা এই মামলায় কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়নি, এবং রাজস্থান হাই কোর্টের কিতপ্লি শিল্প প্রতিষ্ঠান মামলার রায় [(১৯৯৮) ৯১ কোমম্পানি সি আ এস ৭১৫ (রাজ্য)] অনুসারে, এটি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সুদ পরিশোধের কোনও চুক্তি প্রমাণ করে না। আইনি অবস্থান তাই স্পষ্ট। কোনও কোম্পানির বিরুদ্ধে এটি অক্ষমতা প্রমাণ করে যে

সে তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম এবং সেই কারণে তাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার আগে, আদালতের সামনে প্রমাণ করতে হবে যে উক্ত ঋণ নির্ধারিত ও নিশ্চিত, এবং কোম্পানি তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়াই যথেষ্ট নয়, এটি 'পরিশোধে অবহেলা'র সংজ্ঞায় পড়বে না, যেমনটি ধারা ৪৩৪(১)(ক)-এর অধীনে বলা হয়েছে, যদি কোম্পানি সেই ঋণের দায় স্বতঃসিদ্ধভাবে অস্বীকার করে এবং তাদের প্রতিরক্ষা যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক হয়।"

এটি আরও আদেশ করা হয়েছিলঃ

বর্তমান মামলার বিবেচনায়, আমরা মনে করি যে আবেদনকারীর বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদের দাবিটি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট চুক্তি না থাকার কারণে একটি বিতর্কিত বিষয় এবং সুদের পেমেন্ট নিয়ে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তা সৎ এবং বৈধ। তাই, এটা সঠিকভাবে বলা যায় না যে প্রতিপক্ষ ঋণ পরিশোধে অবহেলা করেছে। আবেদনকারী, যিনি তার পিটিশনে উল্লেখ করেছেন যে ব্যবসায়িক প্রথা অনুযায়ী প্রথমে সুদ পরিশোধ করা হবে এবং বাকী থাকলে তা মূলধনে পরিণত হবে, তা কোনো প্রাথমিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কোনো এমন ব্যবসায়িক প্রথা না থাকায়, প্রথমে সুদ এবং পরে মূলধনে পরিশোধ করার বিষয়টি অযৌক্তিক হয়ে পড়ে, যার ফলে আবেদনকারীর দাবিটি যে প্রতিপক্ষকে ৬৫,১৫,৯৪৭ টাকা পরিশোধ করতে হবে, সে দাবিটি সঠিক নয়। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীর দাবিকৃত মোট পরিমাণ সন্দেহজনক এবং অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এখনো এটা নির্ধারণ করা বাকি যে প্রতিপক্ষের দাবি অনুযায়ী বিলম্বিত পেমেন্টের জন্য সুদ পরিশোধের কোনো চুক্তি ছিল কি না। উপরিউক্ত কারণে, এটা প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া যায় না যে প্রতিপক্ষ তার ঋণ পরিশোধে অক্ষম।"

৪৩. "হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত যথাযথ নয় একাধিক কারণে; প্রথমত, কারণ ডিভিশন বেঞ্চ এটি বলেননি যে ইনভয়েসগুলি সঙ্গত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি; দ্বিতীয়ত, প্রমাণ উপস্থাপনের প্রশ্ন শুধুমাত্র তখনই উঠবে যখন কোম্পানি পিটিশনটি গৃহীত হবে এবং তৃতীয়ত,

চালান গুলির জারি এবং প্রতিউত্তরের স্বাক্ষর সেখানে বিতর্কিত নয়।"

"উপরিউক্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করার পর, এই আদালত আরও বলেছে, যে আবেদনকারী সুদের পরিশোধের দাবিতেও অধিকারী।

২৪. তাই এটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যে এই আদালত স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে আবেদনটি মঞ্জুর করার সময় এটি প্রমাণ করা জরুরি নয় যে পুরো দাবিটি অমীমাংসিত। আমরা বুঝতে পারি না, কীভাবে এই আদালতের ভিজয় ইন্ডাস্ট্রিজ (উপরে) মামলার রায় বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে, ওই মামলায়, এই আদালত ইনভয়েসগুলি পর্যালোচনা করার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, যে আবেদনকারী বিলম্বিত পেমেন্টের উপর সুদের অধিকারী।

২৫. বর্তমান মামলায়, ডিভিশন বেঞ্চ প্রতিপক্ষের দাবিকৃত সুদ প্রদান করার জন্য কোনো নির্দেশ জারি করেনি। বরং, তারা এই প্রশ্নে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছে, যে আবেদনকারী সুদ পরিশোধের জন্য দায়ী ছিল কিনা, যেহেতু শিক্ষিত কোম্পানি বিচারক উক্ত বিষয়ে কোনো আলোচনা করেননি। সুতরাং, ডিভিশন বেঞ্চ আপিলটি খারিজ করার সময়, এটি প্রতিপক্ষের সুদ সংক্রান্ত দাবির বিরুদ্ধে কোনো বিরোধিতা ছাড়াই তা করেছে, যা পরবর্তী সময়ে স্পষ্টতা চেয়ে শিক্ষিত বিচারকের কাছে একটি আবেদন বা আপিল অথবা অন্য কোনো প্রক্রিয়ায় দাবি করা যেতে পারে।

২৬) আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে আইবিএ হেলথ (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (সুপ্রা) মামলায় এই আদালতের রায়ও বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। ওই মামলায়, এই আদালতের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণটি উল্লেখযোগ্য।"

২৯) সমঝোতা চুক্তির বিভিন্ন শর্তাবলী এবং আপস চুক্তি সহ চুক্তির শর্তাবলী এবং পক্ষগুলির দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি গুলি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার পর, আমরা এটি বিবেচনা করি যে, প্রতিপক্ষ কোম্পানির দায়ের করা কোম্পানি পিটিশনে উল্লিখিত দাবি সম্পর্কে একটি সৎ বিরোধ রয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। কোম্পানি আদালত যখন কোম্পানী আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৪৩৩ এবং ৪৩৪ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তখন সে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে না যে সমঝোতা চুক্তি এবং আপস চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী কে দায়ী, কারণ এটি বাস্তব তথ্যের বিস্তারিত তদন্ত এবং প্রমাণের পর্যালোচনা চায় এবং

এটি পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি এবং আপস চুক্তির বিভিন্ন শর্তের ব্যাখ্যা চায়।"

২৭. "এই আদালত মন্তব্য করেছে যে, কোম্পানি আদালত যখন কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৪৩৩ এবং ৪৩৪ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, তখন সে এটি সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে না যে, সমঝোতা চুক্তি এবং আপস চুক্তির শর্তাবলী অনুসরণ না করার জন্য কে দায়ী ছিল। এটি লক্ষ্য করা হয়েছে, যে ওই মামলায়, চুক্তির দাবি নিষ্পত্তি করার জন্য বাস্তব তথ্যের বিস্তারিত তদন্ত, প্রমাণের পর্যালোচনা এবং সমঝোতা চুক্তি এবং পক্ষগুলির মধ্যে করা আপস চুক্তির বিভিন্ন শর্তাবলীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল, যা ধারা ৪৩৪ এর অধীনে প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে করা সম্ভব নয়। ওই মামলায় আরও লক্ষ্য করা হয়েছে, যে দাবি ছিল শর্তাধীন ঋণের সম্পর্কিত এবং পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ সমঝোতা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আপস করা হয়েছিল।

২৮. কিন্তু এখানে এমনটি নয়। বাস্তবতা অনুযায়ী, শিক্ষিত কোম্পানি বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ উভয়েই বলেছেন যে, আবেদনকারীর প্রতিরক্ষা সৎ, সঠিক এবং বাস্তবসম্মত বলা যাবে না।

২৯. তাই আমরা বিবেচনা করি যে, এই আপিলে কোনো মেধা নেই। তাই এটি খারিজ করা হচ্ছে। খরচ সম্পর্কে কোনো আদেশ দেওয়া হবে না। মুলতবি আবেদনগুলি, যদি থাকে, তা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।"

নিধি জৈন

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal